Regitered No. 35.

অমৃতবাজার পত্রিকা

৬ষ্ঠ ভাগ | কলিকাতাঃ—২৭ শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১০ জুলাই, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। | ২২ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপন।

বল্মীকি রামায়ণের বাঙ্গলা গদ্য অনুবাদ।

উত্তর ইটালি চিঙ্গড়ি ঘাটারোড আমার ১০৬ নং ভবনে সংস্কৃত কালেজের জনৈক ছাত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গা গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৮০ পৃষ্ঠা করিয়া পুস্তকাকারে প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রচারিত করিতেছেন। ইহার মনোহারিণী রচনাবলী পাঠ করিয়া অনেকেই যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৫৷৷০ টাকা মাত্র ডাক মাশুল সহিত গ্রহণেচ্ছুগণ নাম ধাম সহ আমার নামে পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন ইতি। (৪)

কলিকাতা, শ্রীগোবিচন্দ্র দত্ত।

পরিস রহস্য

(A Translation of the Mysteries of Paris.)

কাব্যানুবাদিনী সভা হইতে প্রতি সপ্তাহে এক এক ফর্ম্মা প্রকাশিত হইতেছে। ঠনঠনিয়া দত্তের গলি ১৮ নং ভবনে কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীকেদার নাথ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ফর্ম্মা প্রতি অর্দ্ধআনা। (৪৫)

নয়শো রূপেয়া

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল ৵০ আনা।

এরিকসন, ফর্গিউইশন এবং ড্রুইট্‌স্ সর্জরি ও সাইম্‌স্ এবং ডাক্তার ফেরার কর্ত্তৃক ক্লিনিক্যাল লেক্‌চার্স অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায়, পুর্ণায়তনে ও প্রতিমূর্ত্তি সহিত একখানি সর্জরি সংকলিত হইয়াছে। পুস্তক খানি ৯৩ ফর্ম্মার ৭৪৪ পত্রে সম্পুর্ণ হইয়াছে। মূল্য, ডাক মাশুল ব্যতীত ৮ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। যাহার প্রয়োজন হয় নীচের লিখিত ঠিকানায় ডাকমাসুল সহিত টাকা পাঠাইলেই পুস্তক পাইতে পারিবেন। (৩)

কলিকাতা ভবানিপুর শ্রীকাশী নাথ দত্ত গুপ্ত

১২নং চক্রবেড়রোড সব য়্যাসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন

কলিকতা।

বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশাস হয়েন। গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎ ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড অর্শ, বহু মূত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ ঘন ও পুষ্ট হয়।]

ইহার মূল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ১ টাকা

ডাক মাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৵০ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হিম সাগর তৈল।

যাহারা অতিশ পীড়ার ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতা কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা

ডাকমাসুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৵০ আনা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মূল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা। উপরোক্ত সমস্ত ঔষধ বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২ ওরিএণ্টেল এপথিকারিস হলে পাওয়া যায়।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

ৰি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা ৮

বিজ্ঞাপন।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রিট ২৩ নং ভবনে পাওয়া যাইবে। (৪১)

নটনন্দিনী

শ্রী হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২২৪০ পৃষ্ঠা মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵ আনা স্ত্রীজাতির সতীত্ব রত্ন যে অবশ্য রক্ষণীয় ইহা তাহারি একটী উপমান স্বরূপ, কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, এবং গোয়াবাগান, ১৪ নং ভবন নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে প্রাপ্তব্য।

পল্লী—পরিদর্শন।

(মাসিক পত্র।)

রয়েল আট পেজী ফরমার দুই ফরমাতে পুস্তকাকারে বর্ত্তমান সনের ভাদ্র মাস হইতে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সাহিত্য, আখ্যায়িকা, নাটক, রহস্যকথা, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ও সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ এবং বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ১৷৷৵০, পশ্চাদ্দেয় ২ টাকা, প্রতিখণ্ড ৵০ আনা ডাকমাশুল /০ আনা। যাহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মূল্য সহিত স্ব স্ব নাম ধাম আমার নিকট লিখিয়া জানাইবেন।

১২৮০। হরিপুর শ্রীঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পল্লীপরিদর্শন আফিস। কার্য্যাধ্যক্ষ

চাটমোহর। পাবনা।

সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করা যাইতেছে যে যোড়াশাঁকো চিৎপুর রোড লালা বাবুর বাজারের নিম্নে ৩৭২ নং দোকানে ১৵০ আনা করিয়া আফিঙ্গের ভরি পাওয়া যায়। ওজন খাঁটি এবং মালও খাঁটি।

শ্রীশ্যামাচরন ঘোষাল

সিনীলা।

পারস্যের সাহা।

এ পর্য্যন্ত মধ্য আশিয়ায় ইংরাজদিগের আধিপত্য ছিল। সম্প্রতি রুসিয়ারা সেখানে আসিয়া ইংরাজদিগের প্রতিবাদী হইয়াছেন। মধ্য আশিয়ায় পারস্যের সাহা অতি মাননীয় রাজা। ইংরাজদিগের সঙ্গে তাঁহার সৌহৃদ্যতা আছে। পারস্যের রাজ সভায় ইংরাজদিগের একজন দূত আছেন এবং পারস্যের সাহা এ পর্য্যন্ত ইংরাজ ভিন্ন আর কাহাকে তত বিশেষরূপে জানিতেন না। রুসিয়গণ আশিয়ায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিতে চান। তিনি ইউরোপে যাত্রা করেন, এবং ইউরোপ পরিভ্রম দ্বারা যে রাজার অধিক বৈভব ও প্রভাব দেখিবেন সম্ভবতঃ তাঁহারই সঙ্গে মৈত্রতা করিবেন। ইউরোপীয় জাতি স্বার্থের দাস এবং এই নিমিত্ত রুসিয়া ও ইংলণ্ড মহাসমারোহের সঙ্গে পারস্যের সাহাকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। পারস্যের সাহার সুতরাং ভারি আদর বাড়িয়া গিয়াছে এবং সম্ভবতঃ যত দিন মধ্য আশিয়ায় ইংরাজ ও রুসিয়ায় বিবাদ থাকিবে তত দিন এইরূপ আদরে কাল যাপন করিবেন। তিনি প্রথম রুসিয়ায় গমন করেন। তৎপরে জর্ম্মেনীতে যান। সম্প্রতি ইংলণ্ডে কিছু দিন থাকিয়া পারিসে আসিয়াছেন। বোম্বাই গেজেটে এক জন লিখিয়াছেন যে তাহার সমভিব্যাহারে তিন জন বেগম গমন করেন। মাল্টা পর্য্যন্ত তাঁহারা সঙ্গে থাকেন। সেখানে পারস্য রাজার ফরাশীশ একটি রমণীর প্রতি আশক্তি হয়। বেগমেরা অভিমানী হন। সাহা এই নিমিত্ত রাগান্বিত হইয়া তাহার তিন বেগমকে তখনই বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করেন কিন্তু সাহার মন্ত্রী তাহাকে নিষেধ করিয়া বলেন যে রুসিয় রাজ্যের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া এরূপ নিদারুণ কাজ করিলে তাঁহার কলঙ্ক হইবে। মন্ত্রীর অনুগ্রহে বেগমদিগের প্রাণরক্ষা হয় এবং তাঁহারা স্বদেশে প্রস্থান করেন। তিনি যখন রুসিয়ার সম্রাটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তখন প্রথমতঃ অতিথি সৎকারের নিমিত্ত তাহাকে ধন্যবাদ করিয়া তিনি বলেন যে, আপনি যে প্রণালীতে এই বৃহৎ রাজ্য শাসন করেন তাহা আমি দেখিলাম। আমি ইহাতে ভারি সন্তুষ্ট হইলাম এবং আপনি বরাবরি এই ভাবে শাসন করুন। আপনি উত্তম রূপে কাজ করিতেছেন এবং আমি আপনার উপর ভারি সন্তুষ্ট হইলাম। তাহার পর পারস্য দেশের রীতি অনুসারে স্কন্ধ দেশ এক রূপ সঞ্চালন দ্বারা রুসীয় রাজ্ঞীকে নমস্কার করিয়া তাড়াতাড়ি রেলওয়ে শকট আরোহণ করিলেন। রুসিয় সম্রাট অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পারস্য রাজার পূর্ব্বাপর এরূপ বিশ্বাস যে, পৃথিবীর এক মাত্র রাজা তিনি এবং অন্যান্য সকলে তাঁহার আশ্রিত, তাহার পর ইংরাজ ও রুসীয়দিগের আদর। রুসীয় সম্রাট তাঁহাকে যে রূপ সম্ভ্রমে গ্রহণ করেন, তাহাতে যে তিনি সম্রাটকে তাঁহার অধীনস্থ এক জন রাজা মনে করিবেন এবং তাঁহাকে বলিবেন যে, তুমি বেশ কাজ করিতেছ, আমি তোমার কার্য্যে বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি, তাহার বিচিত্র নাই।

জর্ম্মেনী হইতে একজন ইংরাজ এক খানি সম্বাদ পত্রে লিখিয়াছেন যে সাহা তথা হইতে প্রস্থান করায় জর্ম্মেনীর রাজ সভা বাঁচিয়াছেন। পারস্য জাতি অতিশয় অপরিস্কার। পারস্যের সাহাও আদব কায়দা ভাল রূপ জানেন না। তিনি নাট্যশালায় বসিয়া আসনের নিম্নে থু থু নিঃক্ষেপ করেন। তিনি অন্যায় কাজ করিতেছেন একজন এই রূপ ইঙ্গিত করায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু আবার থু থু নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। একবার জর্ম্মেনীর রাজ্ঞী উঠিয়া যাইবার উপক্রম করায় সাহা তাঁহাকে বসিবার নিমিত্ত বলেন এবং তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়া জোর করিয়া বসাইবার যত্ন করেন। সাহা ইংলণ্ডে গিয়া কি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এক্ষণও প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক পারস্যের রাজা যত অসভ্যই হউন, তাঁহার যত দোষই থাকুক, যত দিন আশিয়ায় রুসিয়া ও ইংলণ্ডে বিবাদ থাকিবে তত দিন তাঁহার আদরের সীমা থাকিবে না। রুসিয়া ও ইংলণ্ডের বিবাদের নিমিত্ত কাবুলের শিয়ারআলিরও আদর বাড়িয়াছে। ইংরাজেরা তাঁহাকে নানা প্রকারে সম্মান করিতেছেন। যখন ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের আধিপত্য সম্পূর্ণ রূপে সংস্থাপিত না হইয়া ছিল তখন আমাদিগকে ইংরাজেরা ভারি আদর করিতেন। রণজিত্ সিংহ যত দিন পঞ্জাবে প্রবল ছিলেন তত দিন ইংরাজেরা এদেশীয়দিগকে এত অযত্ন দেখাইতেন না। বিপদে না পড়িলে লোকের বন্ধুর প্রয়োজন হয় না, এবং যত দিন বন্ধুত্ব না হয়তত দিন লোকের গুণ জানা যায় না।

———000———

পাবনা।

পাবনার প্রজা বিদ্রোহিতা এখন পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হয় নাই। আমরা পাবনা হইতে ক্রমাগত পত্র পাইতেছি। গত সপ্তাহেও কয়েক খানি গ্রাম ও কয়েকজন ভদ্র লোকের বাটি লুঠ হইয়াছে। আমরা শুনিলাম পাকড়াশী জমিদারদিগের বাটি লুঠ হইয়াছে কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত সম্বাদ এখন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মফস্বলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং নলেন সাহেব ৪ জন বিদ্রোহী প্রজাকে পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ দিয়াছেন।

লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর স্বয়ং মফঃসলে গমন করিবেন প্রস্তাব করেন কিন্তু তিনি গোয়ালন্দে কেবল এক দিন অপেক্ষা করিতেপারিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি একখানি এস্তাহার বাহির করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলামঃ—

"পাবনা জেলায় জমিদার গণ কর বৃদ্ধির চেষ্টা করাতে, ও প্রজাগণ তান্নবারণার্থে একৈক্য হওয়াতে, নানা স্থানে অনেক লোক একত্র হইয়া গোলযোগ ও শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। এই নিমিত্ত এতদ্বারা শান্তিভঙ্গকারীদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যেরূপ গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন, ও জমিদারগণ আইনানুসারে তাহাদিগের স্বত্ব সংস্থাপন করিবে সেই রূপ গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়তার সহিত প্রজাদিগের অন্যায় ও বেআইনী কার্য্য নিবারণ করিবেন, ও যে কেহ আইন উল্লঙ্ঘন করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে উচিত দণ্ড দিবেন।

প্রজাগণ ও অন্যান্য যাহারা দলবদ্ধ হইয়াছে তাহাদিগকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তাহারা দল ভঙ্গ করে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট রীতি মত তাহাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। তাহারা নীরিহ ভাবে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে গবমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অত্যাচারী দিগের কথা শুনিবেন না, বরং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবেন।

প্রজারা বলিতেছে যে তাহারা জমিদারের অধীন না থাকিয়া শুদ্ধ মহারাণীর অধীন থাকিবে। তাহাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আইন মতে যাহার যেরূপ স্বত্বাধিকার আছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না ও করিবেন না এবং প্রজাগণের যাহাদিগের নিকট যাহা দেনা আছে তাহা তাহাদিগের দিতে হইবেক। জমিদার দিগের অন্যায় আচরণ নিবারণের জন্য নীরিহ ভাবে একজুট হওয়া আইন বিরুদ্ধ নহে কিন্তু অত্যাচার ও ভয় প্রদর্শন করিবার মানসে একত্র হওয়া সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম।"

প্রজা বিদ্রোহী হইলে লোকের ও গবর্ণমেণ্টের সহসা জমিদারের দিকে দৃষ্টি পড়ে, বিশেষতঃ পাবনার কোন কোন জমিদারের কিছু কলঙ্ক আছে, সুতরাং অনেকের বিশ্বাস যে, জমিদারেরা ইহার মূল। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর এস্তাহারে এটি স্পষ্ট লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহার সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া এরূপ এস্তাহার দেওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে আমরা বলিতে পারি না। জমিদারের কি আর যাহার অত্যাচারেই প্রজারা বিদ্রোহী হউক, যখন তাহারা ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তখন আপাততঃ তাহাদিগকে থামান কর্ত্তব্য। এখন যাহা ঘটিতেছে তাহাতে প্রজা ও জমিদার উভয়ের সর্ব্বনাশ। প্রজারা যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছে তাহাতে তাহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি রাজদ্বারে দণ্ডিত যে হইবে তাহার বিচিত্র নাই এবং জমীদারের ও মধ্যবর্ত্তী লোকের ত কষ্টের সীমা নাই। গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন যদি প্রকৃত তাহারা ঐক্য হইয়া জমিদারের সঙ্গে শান্ত ভাবে বিবাদ আরম্ভ করে, কেহ জমিদারকে খাজানা না দেয় এবং জমিদারগণের প্রত্যেক প্রজার নামে বাকি খাজানার নালিশ করিয়া কর সংগ্রহ করিতে হয় তবে জমিদার ও প্রজা উভয়েরই সর্ব্বনাশ। যাহাহউক এই বিদ্রোহিতার প্রকৃত মূল কারণ কি তাহা আমরা এক্ষণও অবগত হই নাই। আমরা আবার আমাদের এক জন বন্ধুকে পাবনার সমুদয় বিষয় অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছি, তিনি নিজে কি বিশ্বাসী লোক দ্বারা প্রজার বিদ্রোহী হইবার প্রকৃত কারণ কি তাহার অনুসন্ধান করিবেন। আমাদের পাবনায় যত গ্রাহক আছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে আমরা পত্র লিখিয়াছি এবং বিদ্রোহী প্রজাদিগের কোন২দলপতির নিকটও লোক পাঠাইয়াছি। আমরা ভরসা করিতেছি আগামী সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিদ্রোহিতার প্রকৃত কারণ বাহির করিতে পারিব। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা শুনিয়াছি তাহাতে

প্রকাশ যে নলেন সাহেব সিরাজগঞ্জ উপস্থিত হইয়া অবধি ক্রমাগত জমিদারকে দমন ও প্রজার উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যখন দেশেরমধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল, চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল তখন পাবনার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। পাবনা হইতে আমাদিগকে এক জন লিখিয়াছেন যে, প্রজার দৌরাত্ম্যের বিষয় এতলা হইলে বিচারকগণ উপহাস করিতেন। এটী সত্য কি মিথ্যা তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু পাবনার কর্ত্তৃপক্ষেরা এ পর্য্যন্ত যেরূপ শৈথিল্যের সহিত কাজ করিয়াছেন তাহাতে আমরা উহা বিশ্বাস না করিয়াই বা কি করিব।

আমরা নিম্নের ঘটনা গুলি পাবনা হইতে প্রেরিত পত্র হইতে সংগ্রহ করিলাম। স্থানাভাব প্রযুক্ত পত্রগুলি সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না।

বিদ্রোহী প্রজাদিগের প্রায় দুই শত লোক এবং ঈশানচন্দ্র রায় পোলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। ইহাদের বিচার এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

ঈশানচন্দ্র রায় যে বিদ্রোহী প্রজার একজন দলপতি তাহা আমরা সর্ব্বস্থান হইতে শুনিতেছি। কিন্তু তাঁহার আজ্ঞানুসারে যে প্রজারা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। যে ব্যক্তি ৫০ হাজার প্রজাকে আপনার শাসনাধীনে আনিতে পারেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নন। বিশেষতঃ আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম যে,তিনি বুদ্ধিমান, লেখা পড়া জানেন এবং আইনজ্ঞ। যে কার্য্যে রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে এরূপ কার্য্যের মধ্যে তিনি যে থাকিবেন ইহা আমরা বিশ্বাস করিনা। সম্ভবতঃ তিনি প্রজাদিগকে প্রথম পরামর্শ দেন যে,তাহারা ঐক্য হইয়া জমিদারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়। তাহার পর বোধ হয় তাহারা আর তাঁহাকে গ্রাহ্য করে নাই।

মথুরার এক জন সম্ভ্রান্ত লোক আমাদিগকে নিম্নের সংবাদটী পাঠাইয়া দিয়াছেনঃ—

"মথুরা থানার অধীনে আপনি যে লুঠের বিষয় লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঔদাস্য দেখিয়া যাদবনাথ রায় নামক এক জন গবর্ণমেণ্টে এ বিষয় টেলিগ্রাফ করিতে গোয়ালন্দে আইসেন। সেই দিন ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট গোয়ালন্দে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার হাতে দৈবাত সেই সংবাদ লেখা কাগজ খানি পড়ে। তিনি ইহা পাঠ করিয়া অবাক হন এবং তৎক্ষণাৎ গোয়ালন্দের পোলিশ ইনস্পেক্টরকে মথুরায় পাঠান এবং একজন কনষ্টেবল দ্বারা পাবনার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সম্বাদ পাঠাইয়া দেন। মথুরার থানায় এখন পর্য্যন্ত গোয়ালন্দের ইনস্পেক্টর থাকিয়া কাজ করিতেছেন।"

পত্রখানিতে যাহা লেখা আছে তাহা যদি সত্য হয় তবে পাবনার মাজিষ্ট্রেট অতি আশ্চর্য্য লোক। তাহার জেলায় হইল গোলাযাগ, তাহা নিবারণের নিমিত্ত উদ্যোগ করিলেন ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট। তাঁহাদের ঔদাস্যে যে লোকের এত অনিষ্ট হইল এবং জ্ঞানহীন ভ্রান্ত প্রজারা যে এখন ফৌজদারিতে দণ্ডিত হয়, ইহার বিচার কে করে। আমরা পাবনার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের ঔদাস্যের বিষয় যত শুনিতেছি ততই অবাক হইতেছি।

রাজসাহীর এক জন জমিদার তাহার একটি আত্মীয়ের নিকট পত্র লিখিয়াছেন যে, "রাজসাহী জেলাতে পাবনা হইতে বিদ্রোহী প্রজারা শিঙ্গা ও ইস্তাহার লইয়া উপস্থিত হইতেছে। এই বিষয় আমরা রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট বলায় তিনি তৎক্ষণাৎ নাটোর মহকুমায় যেখানে বিদ্রোহীরা আসিবার উদ্যোগ করে সেখানে পোলিশ মোতাইন করিতেছেন।"

রাজসাহী হইতে শ্রীহরচন্দ্র রায় স্বাক্ষরিত পাবনার বিদ্রোহিতা ঘটিত যে একখানি পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা আগামী বারে বিবেচ্য।

স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা গত সপ্তাহ হইতে মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

বাবু মহেন্দ্র নাথ হাজরা মেদনাপুরের আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এক জন সুযোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁহার পদোন্নতিতে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, বরাহনগরের কতক গুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একত্র হইয়া মিসএক্রয়াইড এদেশের হিতসাধন উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সমাচার নামক এক খানি সম্বাদ পত্র সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। ইহার অনুষ্ঠাতারা যে কয়েকটী প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সে সমুদয় যদি তাঁহারা প্রতিপালন করিতে পারেন তবে এ পত্রিকা খানির কৃতকার্য্যতার পক্ষে আর কোন সন্দেহ নাই। বাবু যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানীর ন্যায় যন্ত্রাধ্যক্ষগণ যখন এই প্রতিজ্ঞা গুলি করিতেছেন তখন সে সমুদয় কার্য্যে পরিণত হওয়ার যে বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা আমরা ভরসা করিতে পারি।

একজন মৃত সবরডিনেট জজ যে সকল মোকর্দ্দমার রায় না দিয়া হুকুম দিতেন সে সমুদয় বিচারিত মোকদ্দমা ভুক্ত করিয়া রিটারণে সন্নিবেশিত করিতেন। পরে অবকাশ মত ঐ সকল মোকর্দ্দমার রায় লিখিয়া রাখিতেন। এই বিষয় হাইকোর্টের গোচরে আসায় হাইকোর্ট আদেশ করিয়াছেন যে এরূপ রীতি কেবল আইন বিরুদ্ধ নহে, অনেক প্রকারে ক্ষতিকর। অতএব জেলার জজ সাহেবেরা বিশেষ করিয়া দেখিবেন যে নিম্ন আদালত সমূহে এরূপ রীতি প্রচলিত না থাকে।

লেঃ গবর্ণর গত বৃহস্পতিবার কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি ২৪ শে জুন দারজিলিং পরিত্যাগ করেন। পথে জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর পরিদর্শন করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিয়া ২রা জুলাই গোয়ালন্দে পৌঁছেন। রঙ্গপুরের অনেক জমিদার উপস্থিত হইয়া লেঃ গবর্ণরকে অভ্যর্থনা করেন গোয়ালন্দে পাবনার মাজিষ্ট্রেট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নিম্ন লিখিত পত্র খানি আমরা এই স্থানে গ্রহণ করিলামঃ—

"যে সাড়েপাঁচ মাস আসামের একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিসনার শ্রীযুক্ত দীননাথ বড়ুয়া অভিযুক্ত হইয়া মিথ্যাপরাধে সম্পেণ্ড ছিলেন কমিশনার সাহেব সেই কয়মাসের সম্পূর্ণ বেতন তাঁহাকে দিয়াছিলেন। কিন্তু ছয় মাসের পর একাউণ্টেণ্ট সাহেব লেঃ গবর্ণরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দীননাথ বড়ুয়া সম্পেণ্ড থাকিয়া কি প্রকারে সম্পূর্ণ বেতন পাইলেন। এই কথায় লেঃ গবর্ণর তাঁহার উক্ত সাড়েপাঁচ মাসের কেবল তৃতীয়াংশ বেতন দিবার আদেশ করিলেন। লেঃ গবর্ণরের এই আদেশে আসামের কমিশনার সাহেব গবর্ণমেণ্টে লিখিলেন যে দীননাথ বড়ুয়া নিরপরাধে সম্পেণ্ড হন। তিনি যখন পুনরায় কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন তিনি আইনানুসারে সম্পেণ্ড কয়েক মাসের সম্পূর্ণ বেতন পাইবেন। কিন্তু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট কমিশনারের এই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করিলেন না। বাবু দীননাথ বড়ুয়াকে উক্ত সাড়েপাঁচ মাসের তৃতীয়াংশ বেতন বাদে সমুদয় টাকা ফেরত দিতে হইতেছে।"

বাবু দীননাথ বড়ুয়া ঘটিত মোকর্দ্দমার বিবরণ আমাদিগের পাঠকগণ অবগত আছেন। তিনি যখন উচ্চতম আদালতের বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইলেন তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে গবর্ণমেণ্ট কি বিচারে তাঁহার বেতন কর্ত্তন করেন। এক জন সম্ভ্রান্ত উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিকে কতক গুলি জঘন্য মিথ্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ছয়মাসাবধি কষ্ট দেওয়া হইল। আবার তাঁহার প্রতি এই অবিচার? আমরা ভরসা করি লেঃ গবর্ণর সাহেব তাঁহার বিষয় পুনরায় বিচার করিবেন।

মাইকেল দুটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ফ্লুয়েড নামক জনৈক সাহেবের সহিত কন্যাটির বিবাহ হইয়াছে। ফ্লুয়েডসাহেব হাইকোর্টে কাজ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স বারো বৎসর ও কনিষ্ঠের সাত বৎসর। তাহারা আপাততঃ তাহাদের ভগিনীর বাটীতে আছে। মাইকেল তাঁহার পুত্রদিগের নিমিত্ত একটি কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার পুস্তক গুলির কপিরাইট পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। তাঁহার দুইটি শিশু সন্তান এখন নিরাশ্রয়ে পতিত হইয়াছে। আমরা মাইকেলের অনাথ পুত্রদিগের সাহায্যার্থে একটি চাঁদা তুলিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করি। আমাদের প্রস্তাব অনুসারে অনেকে আমাদিগের নিকট টাকা পাঠাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, মাইকেল মধুসূদনের বন্ধুবর্গ একটি সভা সংস্থাপন করুন এবং সেই সভা দ্বারা চাঁদা সংগৃহীত হউক, যিনি যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা সেই সভার হস্তে অর্পিত হউক। সংক্ষেপে, এই রূপ একটী সভা মাইকেলের পুত্রদিগের ভরণপোষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করুন। আমরা জনসাধারণের মনের ভাব যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অনেকেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম যে, ব্যারিষ্টার বাবু উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু মনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টারদিগের মধ্য হইতে প্রায় দুই হাজার টাকা তুলিয়াছেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA:—THURSDAY, JULY 10, 1873.

While we were going to press we received the expected letter from our Pubna Special. We have read his account with intense interest and deep feelings and we publish it in our Supplement for the information of our readers. Poor and misguided ryots of Pubna! how have you entangled yourselves and your landlords into endless troubles by your foolishness and imprudence!

———ooo———

We are requested to announce that in the course of the next week the National Theatre gives a performance of *Krishna-Kumari* for the benefit of the orphans of the lamented author. The object is highly laudable and we hope there will be a large audience on the occasion. We are glad to state that Baboo Ardhendu Sikhar Mastafi ard some other excellent actors have rejoined the company.

———ooo———

The sensational case of Police torture, with which the readers of the *Daily News* were regaled by "his own" and which was taken up by the *Patriot* and noticed by us in our last, has, as we had anticipated, proved utterly false. The Inspector of Jessore Police has written to us and furnished us with official papers to support his statement that the magistrate after a thorough investigation of the matter has totally exonerated the Police from the foul charge that was brought against it. Dr. Bowser, the Civil Surgeon, to whom the woman charged with the murder of her husband was sent by the Sessions Judge to be examined whether she was in a state of pregnancy or not, was the first man to give information to the magistrate that she was ill-treated by the police. It is really curious that the woman should break the secret of her being tortured to no other body than the Civil Surgeon and that at so late an hour as when the sentence of death was passed upon her. The Sessions Judge in his letter to the High Court says "The female prisoner Peyari was arrested on the 9th march & it is on this day she says that she was bound with a rope, was beaten, and had the juice of chillies put into her eyes. She was taken before the Magistrate of Norail the following day and though she must have been before him a considerable time as her confession is a long one she made no complaint to him of having been ill-treated and did not show him her wrists." Further on he says "Prisoner was admitted into the Norail Jail on the 10th March and into Jessore Jail on the 4th May and it appears from the evidence of the writer of the Jessore Jail and the female convicts Prosunno and Tara that the marks were then comparatively fresh and the skin was off." Thus it is plain that the marks of rope cannot be the doing of the police but must have been done by some body else. We strongly suspect that some one connected with the Jail had concocted the whole case and the Civil Surgeon who is also the Superintendent of the Jail was foolish enough not to perceive it. We are never over-fond of police but in this case we cannot but sympathise with it, as, had the machinations of its enemy been successful, we cannot conceive what terrible fate would have awaited the Inspector and his subordinates. We insist upon the Magistrate to hold an enquiry upon the woman and bring out from her the reason of the curious fact that, why of all persons she should tell her doleful tale to the Civil Surgeon. We take this opportunity to thank heartily Mr. Lawford for his commuting the sentence of death passed upon the woman and her paramour to that of transportation.

———ooo———

TRAFFIC ON THE GANGES & OTHER BENGAL RIVERS—It was in August 1871 that the Supreme Government proposed to the Lieutenant Governor of Bengal to find out a spot where the Ganges-borne trade might be registered. Sahebgunge was accordingly selected as the place of registry, as nearly all its tributaries entered the Ganges above Shahebgunge. Shahebgunge, again, is situated on a rocky head-land, directly under which the deep stream of the Ganges passes. The convenience of Sahebgunge as a registering station has been amply proved by one year's results. It appears that the boat trade is much brisker than it was supposed to be and that a large number of merchants have deserted the East India Railway. The causes of this desertion assigned by the Lieutenant Governor in his resolution of 20th November last were that the channel at the head of the Bhagiruthy has during the last two years been much deeper than it had formerly been and that havoc caused to the river shipping by the cyclone of 1864 has now been nearly made good. But there might have been other reasons which the Lieutenant Governor perhaps did not see. The merchants are not perhaps as much accommodated by the Railway Company as they ought, their complaints are perhaps not listened to or their grievances removed. The Railway servants may be insolent and oppressive. But as long as the Railway company is secure of its 5 per cent. it cares not whether the goods traffic desert it or not. About 43,000 boats in all passed Sahebgunge during the year at the rate of about 100 per diem during the first half of the year and about 140 per diem during the second half. During the first six months the up-stream traffic was larger and heavier than the down-stream; but during the second half-year, when the river was in flood, the down-stream traffic was very much the larger. The largest boats are built at Dacca and in its neighbourhood. During the whole year only eleven steamers all belonging to a European Company in Calcutta passed up, and eleven steamers passed down, the river. The chief staples of the down-stream traffic during the year were:—

	Mds
Wheat	432,000
Oil-seeds	2,580,000
Pulses and gram	448,000
Sugar	545,000
Tobacco	108,000
Saltpetre	323,000
Cotton	77,240

Nearly all the wheat that comes down the river is shipped at marts in Mongyr and Bhagulpore districts. Of the pulses also, more than half is shipped from the Monghyr, Purneah and Bhaugulpore districts. The rest comes from the districts of the Patna division. About one-half of the oil-seeds comes from the Patna division, three-eighths from the Bhagulpore division and one-eighth or more from the N. W. Provinces. The largest shipments of oil-seeds are made from Revelgunge in the Sarun district; from this mart alone more than 500,000 maunds of oil-seeds were despatched. The next largest oil-seeds mart is Rashra in the Durbhunga sub-division of Tirhoot. From Rashra 345,000 maunds of oil-seeds were despatched, while Durbhunga and Somastipore. two other towns in the Tirhoot district sent about 100,000 maunds between them. Out of 545,000 maunds of sugar passing Shahebgonge, more than 400,000 maunds come from the Benares province, mainly from the districts of Ghazeepoor and Jounpoor. Tobacco is sent principally from Tirhoot and Purreah in which districts it is known to grow well near the hills. The principal staples of the up-stream traffic are:—

Rice	2,753,000
Salt	1,185,000
Pulses	191,000
Gunnies	273,104

Considerably more than half the rice goes up in the dry season. The chief despatches of rice are from Malda, Dinagepore, Rajshahye, Dacca and Moorshidabad. About 2560000 maunds of rice were exported from these districts and consumed in the Patna and Beneras divisions. Next to rice, salt is the most bulky article of up-country traffic. Salt is shipped upwards entirely from Calcutta and its vicinity. The deliveries of river-borne salt were to places in the Tirhoot, Sarun, Ghazeepore, and Goruckpore districts and Patna and Bhagulpore divisions.

We have to thank Sir George most heartily for the above interesting information. We are glad that the Lieutenant-Governor believes that the traffic statistics collected at Sahebgunge are becoming fairly correct. We hope Sir George will not object to spend something more if necessary to make the returns more reliable.

THE PROCLAMATION.—A more impolitic and hastily written proclamation was perhaps never issued by any government than the one before us, issued by the Government of Sir George on the 4th Instant to the ryots of Pubna. We publish it below for the information of our readers:—

WHEREAS in the district of Pubna, owing to attempts of zemindars to enhance rents and combinations of ryots to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in a riotous and tumultuous manner, and serious breaches of the peace have occurred, this is very gravely to warn all concerned that while on the one hand the Government will protect the people from all force and extortion, and the zemindars must assert any claims they may have by legal means only, on the other hand the Government will firmly repress all violent and illegal action on the part of the ryots, and will strictly bring to justice all who offend against the law, to whatever class they belong.

The ryots and others who have assembled are hereby required to disperse, and to prefer peaceably and quietly any grievances they may have. If they so come forward, they will be patiently listend to: but the officers of Government cannot listen to rioters; on the contrary, they will take severe measures against them.

It is asserted by the people who have combined to resist the demands of the zeminders that they are to be the ryots of Her Majesty the Queen, and of Her only. These people, and all who listen to them, are warned that the Government cannot and will not interfere with the rights of property as secured by law; that they must pay what is legally due from them to those to whom it is legally due. It is perfectly lawful to unite in a peaceable manner to resist any excessive demands of the zemindars, but it is not lawful to unite to use violence and intimidation.

By order of the Lieutenant-Governor of Bengal,

A. MACKENZIE,

Junior Secy. to the Govt. of Bengal. Calcutta, the 4th July, 1873.

Let it be borne in mind that two weeks ago we first gave the information of this rising to the public and the Government. Government as usual thought it fit to take no notice of the matter then, as the Pubna Officials, themselves most guilty in fanning indirectly this flame, had not given official intimation of this combination. Had gvernment taken notice of this fact immediately after we brought the matter to the notice of the public the flame, which has now spread far and wide and is still spreading from village to village, probably would have been extinguished in the beginning of its career. It was on the 2nd of July that the brother of Babu Govind Chunder Datta, the Railway Contractor, informed Mr. Dampier that their house had been *looted* on the Ist of July by the infuriated ryots of Pubna. Mr. Dampier expressed his extreme surprise and said that he recieved no such intimation either from the Magistrate of Pubna or Commissioner of the Division. In fact Government was profoundly ignorant of the Pubna movement till then. We have before seen in our last that the Magistrate himself or the Asst. Magistrate of Serajgunge took no notice of the doings of the mob because plundered Zemindars and gentlemen could not procure witnesses and others dared not lodge a formal complaint. They probably thought it their duty simply to try the cases according to their merits and they had no business to interfere till the thousands of ruined families could satisfactorily prove that they have been injured by particular individuals. It was not till the rising had assumed formidable dimensions that the Magistrate thought fit to stir from his Magisterial chair. Then came the Lieutenant Governor to Goalundo and the Magistrate in his hurry told all he knew about it, and unfortunately he knew very little of it. His Honor then hastened to Calcutta on the 3rd of July and upon the meagre information of the bewildered Magistrate has founded his silly proclamation of the 4th July. In fact the Magistrate had very little knowledge of the movement and the Government took no time to deliberate upon this scanty information to issue the proclamation to the ryots of Pubna. His Honor's attention was drawn to our articles on the subject, but it appears he did not take the trouble to understand them clearly. The proclamation runs thus:- 'Whereas in the district of Pubna *owing to attempts of Zemindars to enhance rents* &c &c.' Thus the Ruler of 66 millions suddenly jumps to a conclusion. It was on the 2nd of July that he received the first information and two days after his active mind and inpulsive nature came to a conclusion as to the origin of this rising. How like Sir George, and how unlike a calm, dignified, responsible and true Ruler! Who knows that some under-current is not at work? Who knows that the chief aim of the ryots is not against the Zemindars but the police? We who have watched the movement from the beginning as yet are not certain of the proximate and immediate cause of this widespread disturbance. We, who come in contact daily with so many people of the district who have fled to Calcutta for protection have in vain tried to discover the true cause of this combination. Yet Sir George from Belvidere knows everything after a hasty talk with the Magistrate. A man who judges by his feelings rarely judges rightly. He heard of the movement and was certain of a formidable rising in the district. How he wished then to throw all the responsibility of this mischief on the Zemindars and at last persuaded himself to believe that it was the Zemindars and none else that were the cause of so much mischief! "It is asserted" continues the Proclamation, "by the people who have continued to resist the demands of the Zemiudars that they are to be the ryots of Her Majesty the Queen and of Her only." Pray who made this assertion? For the ryots who have *combined to resist the demands of the Zemindars* (Good reader! mark the italics and see how His Honor himself encourages the movement) are not 5 or 50, or 5000, neither four times that number but more. Who then made the assertion we should like to know. There was no formal complaint or memorial from the ryots before His Honor, neither have the insurgents issued any proclamation setting forth their grievances. Anent the proclamation of the ryots to which we gave publicity in our last His Honor must have misconstrued our meaning. The ryots never expressed a wish that they intended to be the subjects of the Queen, but they laboured under a delusion that the Queen has set forth a proclamation calling upon them to hold lands directly under Her Majesty.) Nor need we go far to seek the cause of this delusion. This delusion was created by the direct or indirect influence of the executive officers of Pubna, whose manner of doing things failed not to impress the ryots with the belief that they were encouraged in their outrages by Government. The idea of becoming Queen's subjects did not in fact emanate from the ryots themselves, but was forced upon them by a combination of circumstances brought about by the injudicious proceedings of the subdivisional officer of Serajgunge. But what does His Honor mean by saying that the ryots want to be the subjects of the Queen and of the Queen only? Are not the ryots already subjects of the Queen? But what His Honor means is very plain. He wishes the ryots to demand the demolition of the Permanent Settlement and he therefore instructs them "to unite in a peaceable manner to resist the excessive demands of the Zemindars" for that according to His Honor is perfectly lawful and then His Honor promises to listen patiently to what they want. The ryots if wise will find a great deal of encouragement in the words of the proclamation. We do not know how it is possible to unite in a peaceful manner and then to resist the excessive demands of the Zemindars. And what does His Honor mean by excessive demands? Is there any law to measure these demands? Any amount of rent enhanced by the Zemindars might be construed into an exceissive demand and if the ryots form a combination to resist it, as His Honor instructs them to do, the result will be indeed formidable. A strike among the ryots means nothing more or less than a prelude to the ruin of the Zemindars. If the ryots stop payment to the Zemindars, how will the latter satisfy the demands of Government? With the sun-set law in force and a prospect of ryots combination before them the Zemindars might well tremble at their fate. We are really surprised that at a time when the people are in a state of unusual excitement Government should give vent to such impolitic expression as to advise the people to unite however peacefully against the Zemindars. We shall ever raise our voice in favor of the ryots, but when they have gone into lawlessness and violence, it is dangerous to hold to them any sort of encouragement. We have always given the credit of great candour to His Honor and here is a specimen. Critically examined the proclamation shows that His Honor is very well pleased that such a thing as a general rising of the ryots against their Zemindars has come to pass. He is only vexed that the ryots should resort to outrage and violence. Well His Honor consoles himself with the thought that there is no good without its attendant evils and advises the ryots to be up and doing and they will have his heartiest sympathy but not to *loot* and burn the houses. The Zemindars of not only of Pubna but of all permanently-settled provinces should rise in a body to protest against this mischievous and one-sided proclamation. They ought to memorialize the Government of India at once, to countermand a proclamation which will add more fuel to the flame which is devastating one of the fairest districts of Bengal.

THE JUDICIAL AND THE EXECUTIVE—Sir George Campbell in his scheme of parallel lines of promotion places the Judge against the Magistrate. And thus finding the Judge paid more than the Magistrate would equalise the pay so far as practicable. But nothing could be a greater piece of mischief to the country, and a greater act of injustice to the judicial service than that which Sir George is bent on doing and which in fact he is carrying out.

If the people of the country had any hand in the matter the first thing they would do would be to do away with the posts of Magistrate Collector altogether and to utiize the pay thus saved by increasing the salaries and the number of Judges. And why should they not? The Magistrate Collectors are a plague to them: the Judges are generally their sincere friends. The Magistrate Collectors either do no work or do mischief: the Judges toil from morning to evening to do to the people the most important service. The Magistrate Collectors are overbearing, the Judges are good and complacent. The service the Judges do us are tangible and easily understood by the people: that which the Magistrates do generally passes comprehension and is often only imaginary. Thus there are obvious grounds why people like Judges and dislike Magistrates. On a close analysis also the work of a Magistrate Collector at least in Bengal fails to approach to that of a Judge in importance and substantial utility. The office of a collector in Bengal is by no means one of any urgent or important character. Thanks to the Permanent Settlement and the sunset law, the collector may be reduced to a superintendent of revenue on a very moderate pay and of a very unpretentious position. Then as to the Magistracy all that is legitimately required in that way is that some offiecrs simply guide and assist the Police - a task by no means very high or irksome. But look to the Judges. They must be men past the heat of youth. They must be versed in the law. They must have obtained a thorough experience of the country. They must be wise, good and sharp. Their post is lofty and is naturally so deemed. They are to protect the weak against the strong and in this part of their duty to do what is at once grave and necessary—to protect the weak subjects against a strong executive. In short these are the officers with whom rests the solemn duty of redeeming the pledge given by her Majesty in the great Document—the Proclamation.

Then again the Judge has always been regarded as the superior of the Magistrate in every way. The reasons and the instinctive habits which led to this are obviously good and sound. Why upset the settled state of things in what must be a sort of infatuation? In one view it is the Judicial that has hitherto suffered injustice rather than the executive. The rank and pay of the judges ought to be equal to those of the Commissioners. Formerly the Commissioners had to hold sessions. That was the most important part of their duties. That is transferred to the judges and yet nothing is taken from the pay of the commissioners nor added to that of the judges. In fact after the commissioners were relieved of their sessions works and after the offices of District Superintendents of Police were recreated as of late the office of the commissioner might very conveniently be abolished, and the pay availed of for creating some new judgships. In fact the duties of the commissioner and of the district officer as Sir George Campbell would make him chiefly consist in countersigning, endorsing, abridging, translating or translitering reports and forwarding circulars and orders Several grades of public officers exist for this and this alone. What is the harm if they are done away with and the people spared some taxation, a good deal of domineering over, and much trouble? Really there would be no harm in doing that. On the contrary the pay of these officers is to be increased at the expense of the Judges! Sir George! you are a great man, we are a poor people, leave us to our humble destinies and old courses. You are for making a most efficient executive service for Bengal; you can do that by quickening with life the several departments under you and you yourself energizing marvellously as you are doing. Be not fond of creating your prototypes small and great all over Bengal. Spare every district a Governorling and every division of a subordinate Governor. You know in England there is not a miniature of a prime minister with all his powers in every county, A hierarchy of governors is neither good nor safe. All that the executive ought to consist of is an efficient ruling head with working departments under it such as the education, the police, the medical, the fiscal, the public works and the petty magistracy. If an executive were to be anything more than this it is certain to be vicious and mischievous. The judicial function of sovereignty is the most primitive, the most necessary and the most welcome function in a sentimental point of view: the executive should not encroach upon it.

সংবাদ।

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা বলেন, গত বারের পত্রিকায় অদ্ভুত্ গল্প মধ্যে আমরা একটী গল্প সন্নিবেশ করিতে ভূলিয়াছি। ডেলি নিউসে একজন মুর্শিদাবাদ হইতে লেখেন "একজন বানর-ওয়ালা রামপুরহাট হইতে বহরমপুর গমন কালে পথি-মধ্যে ডাকাইতেরা তাহাকে ও তাহার ছাগকে বধ-করে। বানরটী পলায়ন করে। সে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যাইয়া তাহার প্রভুকে মারিয়া যে স্থানে ফেলিয়া ছিল তাহা দেখাইয়া দেয় এবং সেই গ্রামের সমস্ত লোক একত্রিত করিলে বানর তাহার প্রভুহন্তাদিগকে দেখাইয়া দেয়। আসামীরা চালান হইয়াছে। এবং দোষ স্বীকার করিয়াছে। বহরমপুরে মকর্দ্দমা চলিতেছে। ইত্যাদি।" আমরা এই সংবাদ জ্ঞাত না হওয়ায় অনেকের নিকট তিরস্কৃত হই। ডেলিনিউসে উঠিয়াছে! কার সাধ্য অবিশ্বাস করে? কিন্তু আমাদের দেশীয় সংবাদ গ্রহণ করিয়া স্বমত প্রকাশ স্থলে অবিশ্বাস করিয়াছেন। আমরা জানিয়াছি ইহাও অদ্ভুত গল্পের আগ্নয় গিরির লাবা বিশেষ। ডেলি নিউস যাঁহার নিকট এই সংবাদ পাইয়া ছিলেন, তাঁহাকে যেন লেখেন একটু মৌতাত কমাইবেন, বড় গরম সময়। না কমাইলে ইহা অপেক্ষা আর কোন দিন কি দেখিবেন বলা যায় না।

—যে সকল এতদ্দেশীয় লোক ইংলণ্ডে গমন করিবেন তাঁহাদের সেখানে থাকার সুবিধা করার জন্য মহারাজা হলকার লণ্ডনে একটি গৃহ নির্ম্মাণার্থে ৫০ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

--হাইদ্রাবাদে একজন মনুষ্য উপস্থিত হইয়াছে। সে ৭ ফিট চারি ইঞ্চ উচ্চ। সে তাহার এই অদ্ভুত আকার দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। লোকে এক পয়সা করিয়া দিয়া তাহাকে দেখিতে আসিতেছে। অনেক দিন হইল কলিকাতায় এই রূপ এক জন দীর্ঘাকার পশ্চিম দেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং সে এই রূপে অর্থোপার্জ্জন করে।

--আমরা লাহোরের এই সম্বাদটি নিম্নে গ্রহণ করিলাম। জং নামক একটী জেলায় ইতর জাতীয় একটি স্ত্রী ভ্রষ্টা ছিল। তাহার স্বামী ইহা জানিতে পায় এবং সে উহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হয়। স্বামী গোপনে তাহার স্ত্রীর উপপতির প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করে এবং সে উপস্থিত হইলে তাহাকে তাড়ায়, কিন্তু সে পলায়ন করে। স্বামী ইহাতে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীর প্রণ বিনাশ করে। তাহার মাতা এবং অপর দুইটি স্ত্রী লোক সেখানে তাহার স্ত্রীর সাহায্যার্থে উপস্থিত হওয়ার সে তাহাদিগকেও আক্রমণ করে। মাতার তখনই মৃত্যু হয়, অপর দুইজন স্ত্রীর প্রাণ সংশয় হইয়া রহিয়াছে। স্বামী এই সমুদয় হত্যা করিয়া নিকটস্থ পোলিসে গিয়া সমুদায় কথা এজাহার করে।

--হাইকোর্টের উকীল বাবু ভগবতী চরণ ঘোষের পুত্র সিবিল সরবিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য আগামী শনিবার ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছেন। ভগবতী বাবু কলিকাতায় হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণীর সভার অনুমতি লইয়া তাঁহার পুত্রকে বিলাত পাঠাইতেছেন।

—পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনারেল হগ সাহেব তিন মাসের বিদায় লইতেছেন। তাঁহার স্থলে লেফ্টনেণ্ট কর্ণেল ব্যাটী সাহেব নিযুক্ত হইলেন।

—হাইকোর্টে আর এক জন বাঙ্গালী জজ নিযুক্ত হইবার কথা হইতেছে। হাইকোর্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টে উক্ত পদের উপযুক্ত হাইকোর্টের দুই জন উকীলের নাম পাঠাইয়াছেন।

—ভেণ্ডার ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিত, তাহারা টাকায় দুই পয়সা করিয়া কমিশন পাইত। নিয়ম হইয়াছে যে, ভেণ্ডার ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি এখন আর কমিশন পাইবে না।

—সাহেবদের মধ্যে যদি কেহ স্ত্রী থাকিতে আবার বিবাহ করে তবে সে শুদ্ধ দণ্ডনীয় হয় না, তাহার দ্বিতীয় বারের বিবাহ অসিদ্ধ হয় সুতরাং দ্বিতীয় স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। আরকানসাসের এক জন সাহেব এই বিবাহ সম্বন্ধীয় গোলমালে পড়িয়া ভারি ব্যতিব্যস্ত হন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে দেখিতে পারিত না; তাঁহার সহবাস হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য সে প্রকাশ করিয়া দেয় যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সাহেব এই সংবাদ শুনিবা মাত্র আর একটী বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী এমন ভাবে নাই যে তাহার স্বামী এত শীঘ্র আবার বিবাহ করিবে। স্বামীকে দেখিতে পাকক না পাকক সে বাঁচিয়া থাকিতে তাহার স্বামী আর এক বিবাহ করিল, ইহা সে সহিতে পারিল না। দ্বিতীয়বারের বিবাহের দুই মাস পরে সে তাহার স্বামীর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব অবাক। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী ইহাই দেখিয়া স্বামী পরিত্যাগের অভিযোগ করিল। মোকর্দ্দমা চলিতেছে ইতিমধ্যে প্রথম স্ত্রীর যথার্থই মৃত্যু হইল। সাহেব ভাবিলেন যে তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে অতএব তিনি আর একটী বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিতে দেখিয়া তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী পরিত্যাগের মোকদ্দমা উঠাইয়া লইল। সাহেব ফাঁফরে পড়িলেন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া সব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যখন তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী মোকদ্দমা ত্যাগ করিল তখন তিনি এক স্ত্রী থাকিতে আর এক বিবাহ করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। তাহার নামে অভিযোগ হইল। তিনি ধৃত হইয়া এখন জামানতে আছেন।

—মিরর বলেন যে, হাজরা জেলার আগরর নগর হইতে কয়েক জন আফগান এক জন এতদ্দেশীয় ব্যক্তির দশ ও সাত বৎসরের ২টী কন্যা হরণ করিয়া লইয়া যায়। কন্যা দুইটির পিতার কাকুতি মিনতিতে সেই আফগানেরা ১২০০ টাকা লইয়া কন্যা দুইটী প্রত্যর্পণ করিতে চাহে। উক্ত ব্যক্তি ৬০০ টাকা স্বীকার করেন। তাহাতে আফগানেরা সম্মত হইয়াছে। তিনি এখন লাহোরে ভিক্ষা করিয়া টাকা তুলিতেছেন। তিন শত টাকা উঠিয়াছে।

--ইউরোপ, আমেরিকা ও চীন দেশে প্রায় ৩৪২ জন জাপন দেশীয় যুবক শিক্ষা করিতেছে।

--তিন জন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গবর্ণমেণ্টের টাকা তছরূপ করার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই পূর্ব্বে সৈনিক দলে ছিলেন।

--আজ কাল আমেরিকা যেরূপ অর্থ উপার্জ্জনের স্থান হইয়া উঠিয়াছে এরূপ আর কোথাও না। কিছু দিন হইল প্রোফেসর টিনডাল আমেরিকায় বক্তৃতা করিয়া প্রায় ৫০হাজার টাকা লইয়া আইসেন। লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদক ডিনেল সাহেবও বক্তৃতা করিয়া টাকা আনিবার নিমিত্ত আমেরিকায় যাইতেছেন। আমেরিকানরা যেমন কাজে পটু তেমনি কথায়ও তৎপর।

--বেঙ্গালোরে একটী মুসলমান আছে, ইহার বয়স ১২৫ বৎসর হইয়াছে। ইহার কেহই নাই ও নিজেও খাটিয়া আপনার অন্ন জুটাইতে পারে না, এই নিমিত্ত এব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে দরখাস্ত করিয়াছে; গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সাহায্য করিতে রাজী হইয়াছেন।

--হিন্দু হিতৈষণী বলেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় এক ব্যক্তি দুইটী টিয়া ও দুইটী বাবুই পক্ষী লইয়া কলিকাতায় আসে। অল্প দিন হইল তত্রত্য নর্ম্মাল স্কুলের শিক্ষকগণ তাহাকে দুই টাকা দিতে স্বীকৃত হওয়াতে সে পাখী দ্বারা তামাসা দেখাইতে আরম্ভ করে। সে প্রথমতঃ এক শয্যার উপর কতকগুলি মুক্তা ছড়াইয়া দেয় এবং তাহার উপর একটী সূচী ও সূত্র রাখে, তৎপর একটী বাবুইকে ঐ মুক্তা তুলিয়া মালা গাঁথিতে অনুমতি করায় সে চঞ্চু দ্বারা ঐ মুক্তা সংগ্রহ করে, এবং পদ দ্বারা সুচী ও সূত্র ধরিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক ছড়া মুক্তার মালা গাঁথিল। সে দুই বার ঐ রূপ মালা গাঁথিলে ঐ ব্যক্তি একখানা পত্র কোন দর্শককে দেখাইয়া টিয়াকে ঐ দর্শকের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর আনার জন্য সেই পত্র দেয়, সে এই কার্য্য বার ২ অতি আশ্চর্য্যের সহিত নির্ব্বাহ করে, ইহার পর ছোট ছোট কাগজে ৫০। ৬০ ব্যক্তির নাম ও নম্বর ইংরাজীতে লেখা হয় এবং এলোমেলো করিয়া উক্ত শয্যার এক পার্শ্বে রাখা হয়। ঐ ব্যক্তি টিয়াকে একটি নাম ও নম্বর বলাতে সে তৎক্ষণাত্ সেই স্থানে যাইয়া চঞ্চু দ্বারা এক ২ খানা করিয়া কাগজ বাছিতে লাগিল। দুই তিন মিনিটের পর পাখী হঠাৎ সেই নম্বর সংযুক্ত সেই নাম বাহির করিয়া আনিয়া সেই ব্যক্তিকে দিল এবং সে যে ভদ্রলোকের নাম লিখিয়াছিল, তাহার হাতে দিলে সকলে পড়িয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কয়েকবার এরূপ করাতে সকলে আপত্তি করেন যে পাখী নম্বর পূর্ব্বে জানিত ইহাতে নম্বর ব্যতীত আরো কতকগুলি নাম লেখা হয় কিন্তু পাখী তাহা বাহির করিতেও কৃতকার্য্য হয়। ইহার পর পারস্য, নাগরী এবং বাঙ্গলা ভাষায়ও সেইরূপ নাম লিখা হয় কিন্তু পাখী তাহাতেও কৃতকার্য্য হয়। ইহার পর কুস্তি আরম্ভ হইল, একটি টিয়া চঞ্চু দ্বারা ২।৩ ফিট লম্বা একখান। লাঠি ধরে এবং পা উপরের দিকে ও মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ইতস্ততঃ গড়াইতে থাকে। ২।৩ বার এরূপ করার পর সেই ব্যক্তি একখানা লাঠি রাখিয়া পাখীকে উহার উপর মানুষের ন্যায় উঠিতে বলে, সে সেইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি তখন তাহার ঠোঁটে এক লাঠি দিয়া কুস্তি করিতে বলিলে সে লাঠিয়ালের ন্যায় কৌশলের সহিত এমনভাবে লাঠি ঘুরাইতে লাগিল যে সকলে দেখিয়া মহা আমোদিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এই পাখী অন্যান্য প্রকারও তামাসা দেখাইয়াছিল, পাখীদ্বারা এরূপ তামাসা হওয়া অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়ই বটে।

———000———

বিবিধ।

Ryot of Pubna, Government and Zeminder.

Ryot of Pubna—Huzoor! we want to be the subjects of the Queen.

Government—What have you to say to that, Mr. Zemindar?

Zemindar—What have I to say to what?

G—They want to be Her Majesty's subjects only.

Z—They are already Her Majesty's subjects only.

G—Not that, not that, they want to pay rent direct to the Queen.

Z—But the Queen is in England, they can't go to England every one of them.

G—Don't seem stupid, they can pay to Her Majesty's Officers.

Z—Why not to Her agents; we are Her agents as we were during the Moguls.

G—They want to do away with the Zemindars, is it not dear ryot?

R—As your Huzoor commands.

G—(frowning) As your Huzoor commands! say what is *your* wish?

R—(trembling) I beg pardon Huzoor, we don't want to do away with the Zemindars.

G—(frowning severely) Are not the Zemindars oppressive?

R—As your Huzoor commands.

G—(raising his cane) If you again use that expression I will knock you down.

R—(boldly) Beat Huzoor, beat—you are both father and mother, your beating will give us good luck.

G—See how simple-minded they are. Have you no pity for these wretches?

Z—How Sir?

G—You ·ain them so mercilessly.

Z—And as a tonic you imposed the road-cess and intended to sow municipalities broad-cast.

G—Well, well, we absolutely wanted money; the decentralization left us no choice.

Z—Why did not you take that money from us who are able to pay it? Why introduced a scheme which made draining necessary upon an already drained people? You absolutely wanted money, we absolutely wanted money too. The decentralization left you no choice, obvious circumstances left us no choice too.

G—You make excessive demands.

Z—But we can't take more than what the law allows.

G—The law may be defective, but you ought to be more generous.

Z—Then leave the ryots to us. You teach them to be completely independent of us, you sever the tie between us to increase your stamp revenue, you foment dissensions and then wish us to be generous. Now protect your proteges if you can, you who have taken them under your protection.

G—Don't talk big and see how we mean to protect our proteges. We made a compact with you in 1793?

Z—Yes.

G—On one condition we can break it.

Z—What is that?

G—Louis Napolean broke his most solemn oath to the nation when the same nation wanted him to break it. Now your nation wishes to break that compact of 1793.

Z—How?

G—The Pubna ryots want it to be broken.

Z—But Pubna is not Bengal.

G—I hope the other districts of Bengal will soon profit by the example of Pubna.

Z—Then you wish that the whole of Bengal should rise?

G—As for that, to tell you candidly, my dear sir, it would be madness to let slip such an opportunity, an opportunity which was the inevitable consequence of that law which gave you such facility in enhancing rents. Here is ritributive justice, here is English politics. Now ryot!

R—Huzoor!

G—Do you wish that the compact of 1793 should be broken?

R—As your Hoozoor com—

G—Silence! I will assuredly send you to jail and and make you a 'short term' prisoner and you know the fate of a short term prisoner.

R—Beg your pardon, but what am I to say?

G—Say "yes" or "no"

R—And where to say 'yes;' and where to say 'no'? It is not proper for your slave to say 'no' where you would wish me to say 'yes.'

G—Would you wish to pay less rent than you do at present?

R—Oh yes.

G—Would you object to a measure which would secure to you such advantages?

R—No.

G—There! The nation wishes it. I cannot override their wishes—I ought not. I as a ruler of 66 millions cannot, indeed cannot. The duty is clear before me. Well ryot!

R—Huzoor!

G—you must not commit outrages.

R—(scratches his head) Really, Huzoor, I cannot determine by looking at your face what to say. You command me not to do a thing, but your countenance shows that you would be very glad if we disobey the command.

G—(angrily) If you commit outrages I will punish you severely.

R—Yes.

G—If you have anything to say you must not commit outrages; I shall then be very happy to listen to you.

R—But the Zemindars make excessive demands.

G—Peacefully combine to resist them.

Z—But I have decrees against the ryots.

G—Well, execute them, attach the property of the ryots and try to realize yor dues. The path is clear before you.

R—Then we will be ruined.

G—Peacefully combine to resist the excessive demands of the Zemindars.

R—But they will sell our property.

G—Peacefully do not allow them to sell your property.

R—But the Government officers will sell our property.

G—Peacefully do not allow your property to be attached.

R—But how can we help when our *jammas* are attached?

G—Peacefully do not allow the purchaser to take possession.

R—How that can be done?

G—Resist gently, very gently, do not commit outrages. Form a strong peaceful combination,

R—But the purchasers will be backed by Government. They will pull down our houses and drive us from our homesteads.

G—Gently resist them.

R—But how can we resist unless we strike.

G—Well then strike gently, very gently, without committing outrages.

R—But if they strike us hard in return.

G—You can gently strike them in return. The law allows that.

R—But if they break our heads?

G—You can peacefully break their heads in return, but dont commit outrage, then I will not listen to you.

প্রেরিত।

গোবর্দ্ধনগিরি দর্শন।

মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন ১৫ মাইল দূর। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়াই গোবর্দ্ধন যাত্রা করি। ন্যূনাধিক ৭।৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াই গোবর্দ্ধনের পাণ্ডার চক্ষে পতিত হই। তিনি পথ প্রান্তস্থিত বৃক্ষতল হইতে দৃষ্টি করিয়াই মহোল্লাসে আমার প্রতি ধাবিত হন, যেন একটী বড় শীকার পাইলেন। আমা হইতে পুনঃপুন নিরাশের কথা শুনিয়াও নিবৃত্ত হইলেন না। অশ্ব-শকটের সঙ্গে সঙ্গে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত দৌড়িয়া আসিলেন, আশ্চর্য্য ধাবনশক্তি, অশ্বও পরাস্ত হয়। কথিত আছে নন্দের নন্দন কৃষ্ণ গোচারণ করিতে যাইয়া সহচর রাখালদিগকে আপন অলৌকিক শক্তি ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য এই গোবর্দ্ধন গিরিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই ইহার অতি মাহাত্ম্য হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের দৈর্ঘ্য এক মাইল পরিমাণও না হইতে পারে উচ্চতা ২০।২২ ফিট হইবে, ইহা পর্ব্বত সংজ্ঞারই উপযুক্ত নহে। ইহাকে একটী কৃষ্ণপ্রস্তর স্তুপ বলা যাইতে পারে। পাণ্ডা বলিলেন কলির ভরে গোবর্দ্ধন পাতাল যাইতেছেন। গোবর্দ্ধনের উপর আরোহণ করিয়াছিলাম। তথায় ভরতপুরের রাজা বলদেব সিংহের অতি রমণীয় রঙ্গমহল আছে প্রাসাদের প্রান্তরোপরি কাককার্য্য অতিচমৎকার। ভরতপুরের রাজার প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং এক দিকে এক জন ধনবান শেঠের বৃহৎ ভবন দেখিলাম। স্থানান্তরে রাজা বৃষভানুর ভবন স্থান নির্দ্দেশ করিল। একটী পোস্তা বাঁধা সরোবরের নাম মানসী গঙ্গা। তাহাতে অবগাহন ও তাহার জল স্পর্শ করিবার জন্য পাণ্ডা আমাকে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম গোবর্দ্ধন গিরি অবশ্য নির্জ্জন হইবে; কিন্তু সে কল্পনা মিথ্যা হইল, এখানেও মোহন্ত ও ভিক্ষুকের পাল অল্প নয়। গোবর্দ্ধনের পাণ্ডাকে দুইটী পয়সা দান করিয়া বিদায় হই। গোবর্দ্ধন হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ মাইল দূরে কুসুম সরোবর দর্শনের জন্য যাত্রা করি। গোবর্দ্ধন অতিক্রম করিবামাত্র রাধাকুণ্ডের মোহন্ত আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হয়। পথে ইতস্ততঃ অনেক ময়ূর ময়ূরী দেখা গেল। এক স্থানে গবর্ণমেণ্টের একটি বিজ্ঞাপন লটকান দেখিলাম। তাহাতে লেখা আছে যে, এই বনের কোন পশু কি পক্ষী কেহ হত্যা করিলে দণ্ডনীয় হইবে। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। কুসুম সরোবর দেখিয়া মনে বড় প্রীতি পাইয়াছিলাম। সরোবরটী অতীব রমণীয়। তাহার বারিকূল প্রস্তরে বান্ধান। এক পার্শ্বে রম্য উদ্যান এবং ভরতপুরের রাজা সূর্য্যমলের বিচিত্র রঙ্গমহল। উদ্যানের এক প্রান্তে উদ্ধব কুণ্ড, তন্নিকটবর্ত্তী অরণ্যে নারদ কুণ্ড আছে, কুসুম সরোবর ভরতপুরের মহারাজ কৃত। কথিত আছে, এই স্থানে বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা কৃষ্ণকে পতিরূপে বরণ করার প্রার্থনায় কুসুমাঞ্জলি দানে সূর্য্যকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পাণ্ডা কুসুম সরোবরের জল স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইতে আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়াছিল। কুসুম সরোবর দর্শনান্তর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দেখিতে যাই। তাহার দুইটী পোস্তা বান্ধা পরস্পর সংলগ্ন বৃহৎ দীর্ঘিকা। প্রবাদ আছে যে, রাধিকা আপন হস্তের কঙ্কন দ্বারা এই দুইটী সরোবর স্বয়ং খনন করিয়াছেন। এখানে অর্থলোভে অনেক গুলি পাণ্ডা আসিয়া আমাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল এবং রাধাকুণ্ডের পুণ্য সলিলে আমার শরীর প্রক্ষালিত করাইতে অনেক যত্নবান হইয়াছিল। এই স্থান হইতে রাত্রিতে মথুরায় প্রত্যাগমন করি এবং তৎপর দিন গোকুলে প্রত্যাগমন করি। গোকুল যমুনার পরপারে মথুরা হইতে ৬।৭ মাইল অন্তর হইবে। এখানেই কৃষ্ণ যশোদার গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। গোকুলে অনূ্যন সাত শত পাণ্ডা আছে।

একান্ত বশম্বদ।

শ্রীমানিক চন্দ্র দে।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

কোন এক অপরিচিত, নোয়াখালী। চট্টগ্রাম ডিবিসনের মধ্যে এমন কোন গবর্ণমেণ্ট আমলা নাই যাহাদের মোসাহেরা ২০ টাকার ন্যূন। কিন্তু একাউণ্ট সেরেস্তায় আমলা গণের সেই ১৫ টাকাই রহিয়াছে। একাউণ্ট সেরেস্তার আমলা গণের অপরাধ কি? কালেক্টরির মধ্যে ইঁহাদের কাজ সমধিক শ্রমজনক। গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের বিষয় বিবেচনা করিবেন।

জনৈক বারাসত বাসিনঃ। আপনি যে বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন উহা লইয়া সম্বাদ পত্রে আন্দোলন করা ভাল দেখায় না।

শ্রীঅঘোর নাথ ঘোষ, যশোহর। যশোহরের সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন বাবু অন্নদা চরণ কাস্তগিরি সর্ব্বাংশে বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি চক্ষু রোগ, ও ওলাউঠা চিকিৎসায় ও প্রসব করান পক্ষে বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীকি, লা, দ, বারুইপুর। বারুইপুরের স্কুলের অবস্থা ক্রমেই অবনত হইতেছে। পত্র প্রেরক সম্পাদককে একটু মনোযোগী হইতে অনুরোধ করেন। বারুইপুরে এবার অত্যন্ত জল কষ্ট হইয়াছে। যে সকল পুষ্করিণী আছে তাহার অনেক গুলি শুস্ক প্রায় হইয়াছে। পত্র প্রেরক মিউনিসিপালটিকে এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে অনুরোধ করেন।

জনৈক প্রজা, উজিরপুর। নীলকরদের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে কি ফল হইবে? পত্রপ্রেরক অত্যাচারের প্রকৃত ঘটনা সকল সংগ্রহ করিবেন।

দেবগ্রাম। বৃদ্ধেরা শীঘ্রই পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহাদের মনোবেদনা দিয়া আর মনুষ্যর ভাজন হওয়ার লাভ কি?

শ্রীরামনাথ দে সরকার, ভবানীগঞ্জ। মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে আদেশ করেন, আমাদিগকে লিখিবেন। সেই সঙ্গে ঘটনাটি সংক্ষেপ করিয়া লিখিয়া পাঠা ইবেন।

বিজ্ঞাপন।

পুরস্কার।

নিম্ন লিখিত তিন খণ্ড নোট হারান গিয়াছে। যে কেহ তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে জানাইতে পারে, তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয় যাইবে।

১৮৭৩ ইং. আর, পিনেরো এণ্ড কোং

৯ আষাঢ় চট্টগ্রাম

এল—১৩।	০৫০৪০	২০ টাকা
এ — ৯২।	৭৮৫৮৬	৫০ টাকা
এ — ৯৫।	২৯৪৫৮	১০ টাকা

বিপন

আগামী ৭ই শ্রাবণ রাত্র সাত ঘটিকার সময় অত্রস্থ শ্রীযুক্ত দেবীদাস বাবুর বাটিতে রাজসাহী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবেক। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলির প্রস্তাব হইবে।

১ম। উক্ত সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপনী পাঠান্তর আগামী বৎসরের নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কমিটির সভ্য নিয়োগ।

২য়। সভার নিয়মাবলি সমালোচন পূর্ব্বক আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন ও নূতন নিয়ম নির্দ্ধারণ করণ।

৩য়। পথকরের দ্বিতীয় ফারমের নিমিত্ত প্রজার অংশ পরিত্যাগ করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৪র্থ। পথকরের ভুম্যধিকারীর অংশ যাহার যাহা দেয় তাহাই তাহার নিকটে লইবার এবং তৌজির নম্বর অনুসারে এজমালি দায়িত্য হইতে মুক্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন।

৫ম। অল্প মূল্যে বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচারিত করিবার জন্য সভার সাহায্য প্রদান

৬ষ্ঠ। বোয়ালিয়া হাইস্কুলকে কলেজ করিবার চেষ্টা করিতে এই জেলাস্থ প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পত্র দ্বারা সভাকে অনুরোধ করিয়াছেন। পত্র সকল বিবেচনা করিয়া উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ।

উক্ত সভায় যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রস্তাব করিবার অথবা উপরিউক্ত প্রস্তাব গুলি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তবে তিনি পত্র দ্বারা অধিবেশনের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অবগত করাইবেন। পৃথক পত্র এবং এই বিজ্ঞাপন দ্বারা রাজসাহী জেলাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সমাদরে আহ্বান করাযাইতেছে।

বোয়ালিয়া রাজসাহী সভার কার্য্যালয়। শ্রীরাজকুমার সরকার সহযোগী সম্পাদক

২৪ শে জুন ১৮৭৩

সাপ্তাহিক সমাচার।

এই নামের একখানি সম্বাদপত্র, আগামী শ্রাবণ মাস হইতে প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে।

এই সম্বাদ পত্র কোন সম্প্রদায় বিশেষের মত প্রতিপোষক হইবে না। যাঁহারা ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজ ভুক্ত এবং হিন্দু-সমাজ পর্য্যদস্ত করিয়া ভিন্ন জাতীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণে স্পৃহা শূন্য। যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙ্গালিরা জাতিগত মহত্ব লাভ করিতে পারেন, শুদ্ধ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এতৎ পত্র সম্পাদক দিগের অনুমোদনীয় হইবে।

এই সম্বাদপত্র বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাত্রেরই বোধগম্য সরল ভাষায় লিখিত হইবে। অকারণে সরলতা সম্পাদন মানসে ইতর ও গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষার অপকর্ষ সাধন করা এতৎ পত্র সম্পাদকদিগের অভিপ্রেত নহে।

এই পত্রে লেখকদিগের সহিত ভিন্ন মতাবলম্বী ভদ্র লোকদিগের গ্লানি ও কুৎসা লিখিত হইবে না। লেখকেরা ভদ্রলোক, সুতরাং ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের প্রতি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন না এই সমীচীন রীতিটি তাঁহাদের জানা আছে।

সম্বাদপত্র সুসম্পাদিত ও সুলভ হইলেই সাধারণের আদরণীয় হয় এই বিশ্বাসে এই পত্র প্রকাশকগণ যেমন সুযোগ্য লেখকগণের উপর পত্রসম্পাদনের ভার অর্পণ করিয়াছেন, তেমনি ইহার মূল্য যত দূর সুলভ হইতে পারে সেপক্ষেও বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। পত্রখানির অবয়ব একখানি সম্পূর্ণ রয়েল কাগজের চারি পৃষ্ঠা হইবে। মূল্য ষাম্মাসিক অগ্রিম ১ এক টাকা মাত্র। বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক অগ্রিম ৩ তিন টাকা মাত্র দিতে হইবে।

কলিকাতা ১১৫, আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট। ১২ই আষাঢ়। ১২৮০। শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানি সাপ্তাহিক সমাচার প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন।

দ্বারিকানাথ মল্লিক বাদী ও শ্রীমতি ক্ষেত্রমণী দাসী ও নীলমাধব বসু এবং নীলরতন বসু প্রতিবাদীর সন১৮৭১ সালের ১৬১নং মোকর্দ্দমা সন ১৮৭১ সালের ১০ই মে তারিখে যে ডিক্রী হয় উক্ত ডিক্রীর মোতাবেক নিম্ন লিখিত সম্পত্তি সকল আগামী ১৯শে জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকার সময় বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাইকোর্ট বিচারালয়ের সাধারণ আদিম দেওয়ানী বিভাগের রেজিষ্টার সাহেব উক্ত আদালতস্থিত নীলামঘরে প্রকাশ্য নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিবেন। যথাঃ—

সহর কলিকাতাস্থিত লায়ন্স রেঞ্জর নিকট ওল্ডকোর্টহাউস লেন স্থিত ৭ নং (পূর্ব্বকার ৫ নং) দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত মেসুএজ টেনিমেণ্ট অথবা আবাস গৃহ সমেত তৎদখলি আনুমানিক ন্যূনাধিক পনরো কাঠা জমিখণ্ড বা অংশ যাহার কতক অংশের উপর উক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়া স্থাপিত আছে। উক্ত ঘর সমেত জমির সীমানা নিম্নে লিখিত হইল যথা, উত্তরে কালী চরণ দত্তের বাটি এবং তৎসংলগ্ন জমি, দক্ষিণে ওল্ড কোর্টহাউস লেন নামক সাধারণ রাস্তা, পূর্ব্বে কালীচরণ দত্তের উপরের লিখিত সম্পত্তি এবং পশ্চিমে যে বাটী ও তৎসংলগ্ন জমি পূর্ব্বে কলিকাতা কগিহাউস বলিয়া খ্যাত ছিল সেই বাটি ওজমি।

সহর কলিকাতাস্থিত সিমলা বীডন ষ্ট্রিটের ৭৫ নং (পুর্ব্বকার নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট ৭৭ নং) দোতালা ইষ্টক নির্ম্মিত মেসুএজ টেনিমেণ্ট অথবা আবাস গৃহ সমেত তৎ দখলী আনুমানিক ন্যূনাধিক দুই বিঘা বারো কাঠা তিন গণ্ডা জমিখণ্ড বা অংশ যাহার কতক অংশের উপর উক্ত গৃহ নির্ম্মিত হইয়া স্থাপিত আছে। উক্ত ঘর সমেত জমির সীমানা নিম্নে লিখিত হইল যথা, উত্তরে শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাড়া করা জমি যাহাতে পূর্ব্বে মৃত নীলমনি মিত্রের অধিকার ছিল; দক্ষিণে কতক অংশে নয়ান চাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নামক সাধারণ রাস্তা, কতক অংশে শম্ভু চন্দ্র দত্তের বাটি ও তৎসংলগ্ন জমি, যাহাতে পূর্ব্বে রতন চন্দ্র দত্তের অধিকার ছিল, কতক অংশে প্রমথ নাথ দে এবং আশুতোষ দের এষ্টেট ভুক্ত জমি এবং পুষ্করিণী এবং কতক অংশে হলধর বসাকের আবাস গৃহ যাহাতে পূর্ব্বে গঙ্গানারায়ণ বসাকের অধিকার ছিল। পূর্ব্বে কতক অংশে প্রমথ নাথ দে এবং আশুতোষ দের উপরের লিখিত ষ্টেট ভুক্ত বাটি ও তৎসংলগ্ন জমি এবং কতক অংশে শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাড়া করা জমি যাহাতে পূর্ব্বে নীলমনী মিত্রের অধিকার ছিল। পশ্চিমে কতক অংশে শ্রীনাথ বসু ও গোপাল চন্দ্র বসুর আবাস গৃহ ও তৎসংলগ্ন জমি, যাহাতে পূর্ব্বে মাধবচন্দ্র বসুর অধিকার ছিল, কতক অংশে বীরেশ্বর দত্তের বাটি ও তৎসংলগ জমি এবং কতক অংশে ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাস গৃহ ও তৎসংলগ্ন জমি, যাহাতে পূর্ব্বে রামনিধি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিকার ছিল।

নীলামের স্বত্ব ও সর্ত্ত সকলের চুম্বক বিবরণ হাইকোর্টের আদিম বিভাগের রেজিষ্টার সাহেবের আফিসে অথবা বাদীর আটর্ণী সুইনহো লা এবং কোম্পানির কলিকাতা, ওল্ডপোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটস্থিত ৯নং আফিসে দেখা যাইতে পারে এবং নীলামের সময় সে সকল দেখান যাইবে।

কলিকাতা হাইকোর্ট আদিম বিভাগ রেজিষ্টারের আফিস সন১৮৭৩। ২৪শে জুন — আর বেলচেম্বারস রেজিষ্টর

বিজ্ঞাপন।

PEOPLE'S CHOLERA BOX.

ওলাউঠা চিকিৎসার হোমিওপেথিক প্রধান দশটী ঔষধ ও ঐ সব ঔষধ কখন কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইবেক, তৎ সম্বন্ধে একখান সরল ভাষায় লিখিত পুস্তক একটী বাক্সে ও এক শিশি ডাক্তার রুবিনীর কর্পূরের আরক স্বতন্ত্র একটী টীন কেশে, মূল্য ৮ টাকা। দাতব্য জন্য ক্রয় করিলে মূল্য ৫ টাকা। ডাকে পাঠাইতে হইলে প্যাকিং খরচা ॥০ আনা বেশী দিতে হইবেক। এক বাক্স ঔষধে ২৫। ৩০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে। এক বাক্স ঔষধ ঘরে থাকিলে যে সে এই পুস্তক দৃষ্টে অনায়াসে এই রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেক। প্রকৃত ওলাউঠা হইতে আরোগ্য হইবার হোমিওপেথিক ভিন্ন আর উপায় নাই, তজ্জন্য গৃহী মাত্রেরই এক এক বাক্স ঘরে রাখা কর্ত্তব্য।

R. K. Mitter & Co.
349, Chitpoor Road.

FOR SALE.

The Spirit of the Anglo-Bengali Magazines in a series of Reviews. By Mohendranath Shome, Translator, Bengal High Court. Price per copy 8 annas with postage 10 annas. Apply to the author, 11, Uckoor Dutt's Lane, or to Messrs Berigny & Co. 12, Lal Bazar.

বঙ্গভাষায় রোগ-বিচার ও ভৌতিক নির্ণয় তত্ত্ব।

গৃহী মাত্রেরই জ্ঞাতব্য ধাত্রী শিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা এবং বেঙ্গলি মডিক্যাল জন্যাল্ অর্থাৎ চিকিৎসা দর্পণ প্রত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত উপরিউক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার কলেবর ৮ পেজি ফর্ম্মার ৬৩০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৬ ডাকমাশুল ॥০ আনা॥ উহার বান্ধাই অতি পোক্ত এবং সুন্দর। চুঁচুড়ায় গ্রন্থকর্ত্তার নিকট এবং কলিকাতা লালবাজার হিন্দুহষ্টেলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত ধাত্রী-শিক্ষার মূল্য ৩ টাকার পরিবর্ত্তে ২ টাকা অবধারণ করা গেল। ইহার ডাকমাশুল।/ উক্ত দুই ঠিকানায় পাওয়া যায়। [৪১]

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।